দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিলো কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোল্লা মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

এসময় তিনি বলেন, জীবনের লক্ষ্য অর্জনে দরিদ্রতা কখনো বাঁধা হতে পারেনা বরং যারা দরিদ্রতার ছোঁয়া পেয়েছে, তারাই জীবনে বেশি সফলতা অর্জন করেছে। তাই বড় হতে হলে বিত্তশালী লোকের সন্তান হতে হয়না। হতে হবে অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী এবং মেধাবী।

তিনি আরও বলেন, সকল শিক্ষার্থীদের। হতাশা-বিলাসিতা পরিহার করে জীবনের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য জীবন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। আজকের এই শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। শিক্ষা জীবন শেষে দরিদ্র অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

সংগঠনের সভাপতি, আমেরিকা প্রবাসী সাদিক রহমানের অনুপস্থিতে সংগঠনের সহসভাপতি, কাজী এনামুল হক ঝংকারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় এবং ড. শর্মিষ্ঠা হুসাইনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর একেএম জালাল উদ্দীন, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর সাবিহা সুলতানা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো: ইয়ার আলী।

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আমেরিকা প্রবাসী, মোঃ আনোয়ারুল করিম, প্রধান সমন্বয়কারী,লন্ডন প্রবাসী ব্যারিস্টার হাবিবুর রহমান, সদস্য সচিব, বিশিষ্ঠ ব্যাবসায়ী, শিশির বেকারির কর্ণধার, আল্লামা

তানভীর শিশির, যুগ্ম আহ্বায়ক, এমদাদুল হক, যুগ্ম সদস্য সচিব ,রেজিনা রিপা এবং ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যতম শিক্ষক, বরিশাল উনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ খোরশেদ আলম, অধ্যাপিকা এলিনা আক্তার রত্না, ড. এসএম রিয়াজুল ইসলাম, ইসলামী উনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এবং মোঃ মিজানুর রহমান মঞ্জুসহ সকল বন্ধুদের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজন সম্পন্ন হয়।

আয়োজকরা জানান, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা গরীব ও মেধাবী, যারা অর্থের অভাবে ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারে না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

এরআগে ভার্চুয়ালী অনলাইনে বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আমেরিকা প্রবাসী সংগঠনের সভাপতি সাদিক রহমান বলেন, আজকের এই বৃত্তির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করবে বলে বিশ্বাস করি। যাতে করে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি আরও বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। জীবন জীবনের জন্য। আজকে তোমরা যারা মেধাবী তারা একসময় বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে এবং সবাই ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এটাই কামনা করি।

প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে (প্রত্যককে ৮ হাজার টাকা) করে এ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

মিরপুরে দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার দায়িত্ব নিল ইয়াসিন-মাহমুদা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

তিনি আরও বলেন, আজকের তারুণ্যই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দরিদ্রতাকে জয় করে এসব তরুণদের হাতেই গড়ে উঠুক আগামীর সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদ রাজিবের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মর্তুজা হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ারুল মজিদ, মিরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী মো: রোকনুজ্জামান প্রমুখ।
ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদ বলেন, একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস শক্তি, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন থাকে তাহলে তার জীবনের গতি-চেতনা তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একজন শিক্ষার্থীর যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে, স্বপ্ন না থাকে তাহলে একসময় জীবনের গতি-চেতনা থেমে যাবে। আমরা অর্থ সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। ‘টাকার অভাবে কোন মেধাবি শিক্ষার্থীর যেন লেখাপড়া বন্ধ না হয় সেটার জন্য কাজ করবে ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ।

কুষ্টিয়া জেলার প্রথিতযশা চিকিৎসক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদ এসব মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সাহায্য করে থাকে। এখন পর্যন্ত এই সংস্থাটি অন্তত শতাধিক শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার জন্য সহায়তা দিয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। মঙ্গলবার নতুন করে আরও ৮ জন শিক্ষার্থীর পড়াশুনার খরচ দেওয়া হয়। মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদিমাসে এক হাজারা টাকা, উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য প্রতিমাসে দেড় হাজার টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিমাসের দুই হাজার টাকা প্রদান করা হবে। আাজকের এই অনুষ্ঠানে দুই মাসের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।